Synopsis of Proposed Thesis

রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদ

Rabindra Kathasahitye Khadyabhyas o Poshak-Porichhad

2024

Researcher

Rajib Mal

M.A in Bengali

UGC-NET (JRF)

Under the Supervision & Guidance of

Dr. Priya Ranjan Laha

University Deptt. of Bengali

Ranchi University, Ranchi

Jharkhand

রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদ

রাজীব মাল

গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা: বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় শিল্পরূপ কথাসাহিত্য। আধুনিক কালে রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের ছোঁয়া সর্বত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে ও তাঁর কথাসাহিত্যে খাদ্যাভাস ও পোশাকের গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্র ছোটোগল্প ও উপন্যাসের চরিত্রদের জীবনে এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হচ্ছে পোশাক ও খাদ্য। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাকের সাথে মানুষের সম্পর্ক বহু প্রাচীন। উনিশ শতকে ধনী গৃহে বা একান্নবর্তী পরিবারের স্নানযাত্রা থেকে শুরু করে রন্ধনশালা, খাওয়া দাওয়ার সময় স্ত্রীরা হাত পাখা দিয়ে স্বামীদের বাতাস করত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির মেয়েদের পোশাক ও খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। দেশের প্রাচীন রীতি ও নীতি অনুয়ায়ী বনেদি পরিবারে প্রায় আত্মীয়স্বজনের আনাগোনা চলত, চাকর ও দাসদাসীদের তত্ত্বাবধনে থাকত শিশুরা। শুধুমাত্র ধনীগৃহেই নয়, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরেও অনুকৃত। সমাজ ও সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রা, রুচি, বিশ্বাস, শিক্ষাবোধ, নীতিবোধ, মূল্যবোধ, জ্ঞান ও চিন্তাধারার প্রকাশ। রবীন্দ্র ছোটগল্প ও উপন্যাসে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদ সমাজ-সংস্কৃতিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তাঁর অবস্থান ও মূল্যবোধ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে গবেষণা করতে চাই।

গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়: রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে শুধুমাত্র খাদ্যাভ্যাস ও পোশাকেই সীমাবদ্ধ নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য প্রভাবযুক্ত কলকাতার পল্লীজীবনকে কিভাবে নাগরিক জীবনে রূপান্তরিত করেছে? সেকালে ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশা করে আচার-ব্যবহারে, আহারে-বিহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে কলকাতার বাঙালি সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবমুক্ত নয়। তাঁর প্রভাব রবীন্দ্র ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যেও দেখা যায়। রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদ সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে আধুনিক বাঙালিদের যে পরিবর্তন তা আমার আলোচ্য গবেষণায় অনেক তথ্য ও অজানা বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে ধরা দেবে। যেমন, 'রবীন্দ্রজীবনী' ১ম খণ্ডে

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) ১। "তাঁহাদের পরিবারের মেয়েপুরুষের কথা বলিবার ভাষায় ছিল একটা বিশেষ ভঙ্গি, বেশভূষায় চালচলনের মধ্যে ছিল আভিজাত্যের গর্ব। পুরুষদের পোশাক ছিল পায়জামা আচকান চোগা চাপকান তাজ পাগড়ি; গৃহসজ্জা ছিল জাজিম ফরাশ মছলন্দ তাকিয়া আলবোলা ফরসী; আদবকায়দায় ইহারা ছিলেন মোগলাই।" এই সবকিছুই মধ্যযুগীয় চালচলনের মধ্যে য়ুরোপীয় আধুনিকতা ও সংস্কৃতি বিভিন্নভাবে বাঙালি সমাজে প্রবেশ করতে শুরু করে। ২। "দ্বারকানাথের সময় হইতেই বিলাতি ছবি মর্মরমূর্তি টেবিল চেয়ার সোফা প্রভৃতি গৃহসজ্জা জোড়াসাঁকোর বৈঠকখানায় ও বেলগাছিয়ার বাগানবাটীতে আমদানি হইয়াছিল। ... রবীন্দ্রনাথের জন্মকালের পর বাড়িতে অর্গান ফ্লুট প্রভৃতির চলন বেশ দেখা যায়; এমন-কি আদি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের জন্য প্রকাণ্ড বিলাতি পাইপ-অর্গান কেনা হইয়াছিল। এই দেশী ও বিদেশী সংস্কৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শিশুকাল কাটে।" রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় থেকেই বাঙালি সমাজের অন্তরে মুক্তির হাওয়া লাগে রক্ষণশীল পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে। স্ত্রীস্বাধীনতার অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ সিভিলিয়ন হয়ে এসে খোলা ফিটন গাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেলেন, আর যেদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে ঘোড়ায় চড়িয়ে গড়ের মাঠে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন বাইরে ছি ছি রব উঠেছিল। কিন্তু ৩। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) বিলাত হইতে ফিরিয়া, আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন, তখন আমারও মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তখন হইতে আর আমি অবরোধপ্রথার বিরোধী নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপ্রন্থী হইয়া উঠিলাম।... গঙ্গার ধারে কোনো বাগানবাড়িতে সস্ত্রীক অবস্থানকালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্যন্ত শিখাইতাম। বাড়ি হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছিয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত।... দারোয়ানেরা আমাদের পানে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত। সেসব দিকে আমার ভ্রূক্ষেপও ছিল না।" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্যবোধ সম্পর্কে কিছু ধারনা। যেমন, ১। "বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে, কেউ-বা পাল্কি চড়ে কেউ-বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার-আধ-ঘোমটা-ওয়ালা; কোচ্‌বাক্সে কোচ্‌মান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে।" এইভাবে তামাক ও পান খাওয়া সেকালে কলকাতার বাবুকালচারের ছবি ধরা পড়ে, অন্যদিকে তৎকালীন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। ২। "মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পাল্কির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে, গাড়িতে চড়তে ছিল ভারী লজ্জা। রোদ-বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে

বলত মেম-সাহেবি; তার মানে লজ্জাশরমের মাথা-খাওয়া। কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পর-পুরুষের সামনে, ফস্ করে তাঁর ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরোবার পাল্কিতেও; বড়োমানুষের ঝি-বউদের পাল্কির উপরে আরো একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘটাটোপের।... আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পাল্কি-সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা।" তৎকালীন উচ্চবিত্ত বনেদি পরিবারে ও রক্ষনশীল সমাজে নারীদের খোলা-মেলাভাবে বাইরে বেরোবার স্বাধীনতা সেইভাবে ছিল না। মেয়েদের শুধুমাত্র গৃহসীমার দরজাই বন্ধ নয়, পোশাকেও নিজেদের ঘোমটার আড়ালে আবৃত করে রাখতে হত। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে নিজের শিশুজীবনের সময়কে 'ভৃত্যরাজক তন্ত্র' বলেছেন, কারণ সেইসময় অভিজাত ধনীগৃহে শিশুদের থাকতে হত দাসদাসীদের কাছে। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে পোশাক ও খাবার সম্পর্কে বলেছেন, ৩। "আমাদের চাল ছিল গরিবের মতো।... পরনের কাপড় ছিল নেহাত সাদাসিধে। অনেক সময় লেগেছিল পায়ের মোজা উঠতে। যখন ব্রজেশ্বরের ফর্দ এড়িয়ে জলপানের বরাদ্দ হল পাঁউরুটি আর কলাপাতামোড়া মাখন।", ৪। "আমাদের পাতে আগে থাকতে ঠিকমতো ভাগে খাবার সাজিয়ে রাখা তাঁর নিয়ম ছিল না। আমরা খেতে বসলে একটি একটি করে লুচি আলগোছে দুলিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করত, 'আর দেব কি?'... দুধের বাটিটা 'পরেও তার অসামাল রকমের টান ছিল, আমার মোটে ছিল না। শেলফ্‌ওয়ালা একটা খাটো আলমারি ছিল তার ঘরে। তার মধ্যে একটা বড়ো পিতলের বাটিতে থাকত দুধ আর কাঠের বারকোশে লুচি তরকারি।", ৫। "দৈবাৎ কখনো আমার জ্বর হয়েছে তাকে কেউ জ্বর বলত না, বলত গা-গরম। আসতেন নীলমাধব ডাক্তার। থার্মোমিটার তখন চক্ষেও দেখি নি; ডাক্তার একটু গায়ে হাত দিয়েই প্রথম দিনের ব্যবস্থা করতেন ক্যাস্টর অয়েল আর উপোস। জল খেতে পেতুম অল্প একটু, সেও গরম জল; তার সঙ্গে এলাচ-দানা চলতে পারত। তিন দিনের দিনই মৌরলা মাছের ঝোল আর গলা ভাত উপোসের পরে ছিল অমৃত।", ৬। "... এই কলের জাঁতার ময়দা আর এই ভেজাল দেওয়া ঘি-তেলের দিনে। ... তখনো বাজারে চকোলেট দেখা দেয়নি। ছিল এক পয়সা দামের গোলাপি-রেউড়ি। গোলাপি-গন্ধের-আমেজ-দেওয়া এই তিলে ঢাকা চিনির ড্যালা...।", ঠাকুরবাড়ির শিশুদের একপ্রকার অনাদরের মধ্যে জীবন কাটত, যখন-তখন বাড়ির ভিতরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। রবীন্দ্রনাথও কিছুটা অনাদর-অবহেলায় মানুষ হওয়ায়, ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ গড়ে উঠতে পেরেছে। তবে সাধারণ ছেলেমেয়েদের থেকে ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের মার্জিত রুচি, অভিজাত শিক্ষা, বেশভূষার পারিপাট্য ও আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। ৭। "সে সময়টাতে শহরে কাজ কম, কিন্তু বিশ্রাম নেই। উনুনে যে জ্বলা কাঠ নিভেছে, তবু কয়লায় রয়েছে আগুন। তেলকল চলে না, স্টিমারে বাঁশি থেমে থাকে, কারখানা-ঘর থেকে মজুরের দল বেরিয়ে গেছে, পাটের-গাঁট-টানা গাড়ির মোষগুলো গেছে টিনের চালের নীচে শহুরে গোষ্ঠে।... সেকালে দিন ফুরোলে কাজকর্মের

বাড়তি ভাগ যেন কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ত শহরের বাতি-নেবানো নীচের তলায়।", ৮। "তখন বাড়িতে মেয়েদের খোঁপা থেকে বেলফুলের গোড়ে-মালার গন্ধ ছড়িয়ে যেত বাতাসে। গা ধুতে যাবার আগে ঘরের সামনে বসে, সম্মুখে হাত-আয়না রেখে মেয়েদের চুল বাঁধত। বিনুনি-করা চুলের দড়ি দিয়ে খোঁপা তৈরি হত নানা কারিগরিতে। তাদের পরনে ছিল ফরাসডাঙার কালাপেড়ে শাড়ি, পাক দিয়ে কুঁচকিয়ে তোলা। নাপতিনি আসত। ঝামা দিয়ে পা ঘসে আলতা পরাত। মেয়েমহলে তারাই লাগত খবর-চালাচালির কাজে।", ৯। "সেকালে ছিল অতিথির জন্য এই যেমন তামাক, তেমনি পান। তখনকার দিনে বাড়ি-ভিতরের মেয়েদের সকালবেলার কাজ ছিল ঐ-পান সাজতে হত... চট্‌পট্‌ পানে চুন লাগিয়ে, কাঠি দিয়ে খয়ের লেপে, ঠিকমতো মসলা ভ'রে, লঙ্গ দিয়ে মুড়ে, সেগুলো বোঝাই হতে থাকত পিতলের গামলায়; উপরে পড়ত খয়ের-ছোপ-লাগা ভিজে ন্যাকড়ার ঢাকা।"

'ঘাটের কথা' গল্পে, ১। "চক্রবর্তীদের বাড়ির ঐ-যে বৃদ্ধা স্নান করিয়া নামাবলি গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, মালা জপিতে জপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন, উহাঁর মাতামহী তখন এতটুকু ছিল।" এখানে ধর্মীয় সংস্কার প্রবলভাবে ধরা দিয়েছে নামাবলি ও মালা জপার মাধ্যমে। ২। "কুসুম বিধবা হইয়াছে। ... আট বৎসর বয়সে মাথার সিঁদুর মুছিয়া, গায়ের গহনা ফেলিয়া, আবার তাহার দেশে সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে।" এই গল্পে বাল্যবিধবার করুন ছবি ফুটে ওঠে, আট বছর বয়সে মাথার সিঁদুর ও গায়ের গয়না খুলে ফেলতে হয়। ৩। "তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল। উর্ধ্বমুখ ফুটন্ত ফুলের উপরে যেমন জ্যোৎস্না পড়ে, মুখ তুলিতেই কুসুমের উপর তেমনি জ্যোৎস্না পড়িল। ... আত্মসংবরণ করিয়া কুসুম মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল।" ঘোমটা-খুলে-পড়া গল্পগুচ্ছের স্থায়ী একটি চিত্রপ্রতীক, নারীত্বের আবরণ উন্মোচনের ইঙ্গিত। আর মাথার কাপড় তুলে দেওয়া যে 'আত্মসংবরণ' তা এখানে বলাই হয়েছে। 'রাজপথের কথা' গল্পে ১। "প্রতিদিন অপরাহ্ণে বহুদূর হইতে আসিত ছোটো দুটি নূপুর রুনুঝনু করিয়া তাহার পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিত।", ২। "কেবল সেই পায়ের নূপুরধ্বনি এখনো মাঝে মাঝে পড়ে।" মেয়েটির অন্তর্বেদনা আর গোপন থাকছে না কারণ নূপুরের শব্দে। আর এই নূপুর স্পষ্ট করেছে তার নারীত্ব। 'দেনাপাওনা' গল্পে এক সামাজিক পণপ্রথার চালচিত্র দেখতে পাওয়া যাবে। এখানে বরপক্ষ থেকে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহু দান-সামগ্রী দাবি করেছেন। কিন্তু মেয়ের পরিবার থেকে সম্পূর্ণ দেনাপাওনা দিতে না পারায়, বউয়ের খাওয়া-পরার চাহিদা পূরণ করেন না শ্বশুর-শাশুড়ি। এখানে দারিদ্রতা ও পণপ্রথা সামাজিক ব্যাধি হয়ে ওঠে। ১। "...সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাবী শ্বশুরকুলের প্রতি যে তাহার খুব একটা ভক্তি কিংবা অনুরাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা যায় না।", ২। "এমন-কি, বউয়ের খাওয়াপরারও যত্ন হয় না। ... শাশুড়ি বলে, 'ঐ ঢের হয়েছে।' অর্থাৎ, বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত।" সেকালের সমাজব্যবস্থাতেও মেয়েদের পণ্য বলে মনে করতেন।

‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে পোস্টমাস্টারের বেতন অতিসামান্য হওয়ায় - ১। “নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি চারিটি খাইতে পায়।” এখানে এক অনাথ দরিদ্র বালিকার আর্থিক অবস্থা ফুটে ওঠে। ২। “সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত – তখন ঘরে কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন – রতন।” একটি অজপাড়াগাঁয়ের আর্থিক অবস্থা ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে আঞ্চলিকতার পল্লীপরিবেশ ফুটে ওঠে। ৩। “সকালের বাসি ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত - তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।” এখানে উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের দারিদ্রতা লক্ষ্য করা যায়। ‘গিন্নি’ গল্পে আশুর জন্য টিফিনের সময় – “পত্রপুটে গুটিকতক মিষ্টান্ন এবং ছোটো কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া একটার সময় বাড়ি হইতে দাসী আসিত।”, ‘রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা’ গল্পে, “আসলে গৃহিণী তখন এক পায়ের উপর বসিয়া দ্বিতীয় পায়ের হাঁটু চিবুক পর্যন্ত উত্থিত করিয়া কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা এবং চিংড়িমাছের ঝাল চচ্চড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন। বাইরে হইতে যখন ডাক পড়িল তখন স্তূপাকৃতি চর্বিত ডাঁটা এবং নিঃশেষিত অন্নপাত্রটি ফেলিয়া গম্ভীরমুখে কহিল, “দুটো পান্তাভাত যে মুখে দেব, তারও সময় পাওয়া যায় না।”, ‘তারাপ্রসন্নের কীর্তি’ গল্পে “যখনই তোমার সেই বেদনার উপক্রম হইবে, স্বপ্নলব্ধ ঔষধটা খাইতে ভুলিয়ো না। আর, সে সন্ন্যাসীর মাদুলিটা কখনোই খুলিয়া রাখিয়ো না।” এখানে যেমন বৈজ্ঞানিক প্রভাব আধুনিকতার ছোঁয়া, অন্যদিকে ধর্মীয় কুসংস্কার (সন্ন্যাসীর মাদুলি) আঁকড়ে ধরে আছে। ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ গল্পে, “অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জড়ির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ের দুই গাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।” ‘সম্পত্তি-সমর্পণ’ গল্পে, প্রাচীনকালের ঋষিরা আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অসম্ভব অল্প খরচে জীবন নির্বাহ করিতেন; যজ্ঞনাথের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত, বেশভূষা-আহার-বিহারে তাঁহারও সেইরূপ অত্যুচ্চ আদর্শ ছিল। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই; সে কতকটা আধুনিক সমাজের দোষে এবং কতকটা শরীররক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতির কতকগুলি অন্যায় নিয়মের অনুরোধে।

উনিশ শতকের এক সমাজসত্যের আবহে ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাস্ত। এক ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের মধ্যে একদিকে সামন্ত সমাজের অবক্ষয়ী ভগ্নদশার রূপ অন্যদিকে বণিকশ্রেণির শিল্পবিস্তার। সামন্ত জমিদারদের প্রতিনিধি মুকুন্দলাল যিনি পুরাতন আভিজাত্যের ধন সম্পত্তির দুর্গেই বন্দী ধাবমান নতুন যুগকে ধরতে পারেননি। পোশাক পরিচ্ছদেও আভিজাত্যের সৌখিনতা। যেমন, ১। ‘পরনে চুনট-করা ফুরফুরে মসলিনের জামা, ফরাসডাঙা বা

ঢাকাই ধুতির বহুযত্নবিন্যাস্ত কোঁচা ভূলুণ্ঠিত, কর্তার আসন্ন আগমনের বাতাস ইস্তাম্বুল-আতরের সুগন্ধবার্তা বহন করে। পানের সোনার বাটা হাতে খানসামা পশ্চাদ্‌দ্বর্তী, দ্বারের কাছে সর্বদা হাজির তকমা-পরা আরদালি।' ২। 'মধুসূদনের বাপ আনন্দ ঘোষাল রজবপুরের আড়তদারদের মুহুরি। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সংসার চলে। গৃহিণীদের হাতে শাঁখা-খাঁড়, পুরুষদের গলায় রক্ষামন্ত্রের পিতলের মাদুলি আর বেলের আটা দিয়ে মাজা খুব মোটা পইতে। ব্রাহ্মণ-মর্যাদায় প্রমাণ ক্ষীণ হওয়াতে পইতেটা হয়েছিল প্রমাণসই।' ৩। নুরনগরের চাটুজ্যে পরিবারে 'কর্তা থাকতেই চার বোনের বিয়ে হয়ে গেল কুলীনের ঘরে। এদের ধনের বহরটুকু হাল আমলের, খ্যাতিটা সাবেক আমলের। জামাইদের পণ দিতে হল কৌলীন্যের মোটা দামে ও ফাঁকা খ্যাতির লম্বা মাপে। এই বাবদেই ন-পার্সেন্টের সূত্রে গাঁথা দেনার ফাঁসে বারো পার্সেন্টের গ্রন্থি পড়ল।' ৪। 'যথানিয়মে মধুসূদন বেলা একটার পরে অন্তঃপুরে খেতে এল। যথানিয়মে আত্মীয়-স্ত্রীলোকেরা তাকে ঘিরে বসে কেউ-বা পাখা দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে, কেউ-বা পরিবেশন করছে।... তার আহারের আয়োজন পুরানো অভ্যাসমতই। মোটা চালের ভাত না হলে না মুখে রোচে না পেট ভরে। কিন্তু পাত্রগুলি দামি। রুপোর থালা, রুপোর বাটি, রুপোর গ্লাস। সাধারণত কলাইয়ের ডাল, মাছের ঝোল, তেঁতুলের অম্বল, কাঁটাচচ্চড়ি হচ্ছে খাদ্য-সামগ্রী, তারপরে সব- শেষে বড়ো একবাটি দুধ চিনি দিয়ে শেষ বিন্দু পর্যন্ত সমাধা করে পানের বোঁটায় মোটা এক ফোঁটা চুন সহযোগে একটা পান মুখে ও দুটো পান ডিবেয় ভরে পনেরো মিনিট কাল তামাকটানতে টানতে বিশ্রাম করে তৎক্ষণাৎ আপিসে প্রস্থান।... আহারে মধুসূদনের ক্ষুধা আছে, লোভ নেই।' ৫। 'বাড়ির আর-এক মহলে বিলিতি বৈঠকখানা, সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতি আসবাব। সামনেই কালোদাগ-ধরা মস্ত এক আয়না, তার গিল্টি করা ফ্রেমের দুই গায়ে ডানাওয়ালা পরীমূর্তির হাতে-ধরা বাতিদান। তলায় টেবিলে সোনার জলে চিত্রিত কালো পাথরের ঘড়ি, আর কতকগুলি বিলিতি পুতুল। খাড়াপিঠ-ওয়ালা চৌকি, সোফা, কড়িতে দোদুল্যমান ঝাড়লণ্ঠন, সমস্তই হল্যান্ড-কাপড়ে মোড়া।... ঘরজোড়া বিলিতি কার্পেট, তাতে মোটা মোটা ফুল টক্‌টকে কড়া রঙে আঁকা।... বাড়িতে এই একটা মাত্র আধুনিক ঘর...'

'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে আধুনিক সমাজজীবনের সমস্যা, সমাজচিত্র তা ঐতিহাসিক নায়ক-নায়িকাদের থেকে সংগ্রহ। আধুনিক সমাজজীবনের নর-নারীর নীতিবোধ ধর্মবোধ সংস্কার প্রভৃতি যতটা প্রবল, অবাধ প্রেম বিনিময়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংকুচিত। তা পোশাক ও খাদ্যাভ্যাসেরও মধ্যেও চিত্রিত। যেমন, ১। 'চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁহার রাজকক্ষে বসিয়া আছেন। ঘরটি অষ্টকোণ, কড়ি হইতে কাপড়ে মোড়া ঝাড় ঝুলিতেছে। দেয়ালের কুলঙ্গির মধ্যে একটাতে গণেশের ও বাকিগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের নানা অবস্থার প্রতিমূর্তি স্থাপিত।' ২। 'যশোহর রাজবাটীতে আজ কর্মচারীরা ভারিব্যস্ত। জামাতা আসিবে, নানাপ্রকার উদ্যোগ করিতে হইতেছে। আহারাদির বিস্তৃত আয়োজন হইতেছে।... প্রাতঃকাল হইতে

বিভাকে তিনি স্বহস্তে সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন বিভা বিষম গোলযোগে পড়িয়াছে। কারণ, সাজাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বয়স্কা মাতার সহিত যুবতী দুহিতার নানা বিষয়ে রুচিভেদ আছে;... বিভার মনে মনে ধারনা ছিল তিনগাছি করিয়া পাতলা ফিরোজ রঙের চুড়ি পরিলে তাহার শুভ্র কচি হাত দুইখানি বড়ো মানাইবে; মহিষী তাহাকে সোনার আটগাছা মোটা চুড়ি ও হীরার এক-একগাছা বৃহদাকার বালা পরাইয়া এত অধিক আনন্দিত হইয়া উঠিলেন যে, সকলকে দেখাইবার জন্য বাড়ির সমুদয় বৃদ্ধা দাসী ও বিধবা পিসীদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। .... এই রূপে বিভা তাহার খোঁপা, তাহার নথ, তাহার দুই বাহুপূর্ণ চুড়ি, তাহার এক হৃদয়পূর্ণ আনন্দের ভার বহন করিয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।' 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিতে আত্মকথন রীতিতে রচিত। স্বদেশী আন্দোলন, সমাজ সেবা, দেশীয় পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে ফুটে ওঠে। যেমন, 'বিমলার আত্মকথায়' বিমলা বলেছেন- ১। "আমার স্বামী আমাকে হাল-ফেশানের সাজে-সজ্জায় সাজিয়েছেন সেই-সমস্ত রঙবেরঙের জ্যাকেট-শাড়ি-শেমিজ-পেটিকোটের আয়োজন দেখে তাঁরা জ্বলতে থাকতেন।" সেই সময় সমস্ত সমাজ এই ধরনের সাজ-পোশাক বাঁকা চোখে দেখতেন। ২। "সেদিন সকালে মাথা ঘষে আমার সুদীর্ঘ এলোচুল একটি লাল রেশমের ফিতে দিয়ে নিপুন করে জড়িয়েছিলুম। দুপুরবেলায় খাবার নিমন্ত্রণ, তাই ভিজে চুল তখন খোঁপা করে বাঁধবার সময় ছিল না। গায়ে ছিল জরির পাড়ের একটি সাদা মাদ্রাজী শাড়ি, আর জরির একটুখানি পাড়-দেওয়া হাত কাটা জ্যাকেট।" 'গোরা' উপন্যাসের কাহিনি আধুনিক শিক্ষিত সমাজের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রিক পটভূমিতে বিস্তৃত। একদিকে সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি, অন্যদিকে এক অসামান্য ব্যক্তিসত্তার আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিকাশের ছাপ খাদ্যাভ্যাস ও পোশাকের মধ্যেও বিদ্যমান। ১। 'গোরার মা আনন্দময়ীকে দেখলে গোরার মা বলিয়া মনে হয় না।... তাঁহাকে দেখিবামাত্রই একটা জিনিস সকলের চোখে পড়ে তিনি শাড়ির সঙ্গে শেমিজ পরিয়া থাকেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনকার দিনে মেয়েদের জামা বা শেমিজ পরা যদিও নব্যদলে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তবু প্রবীণা গৃহিণীরা তাহাকে নিতান্তই খৃস্টানি বলিয়া অগাহ্য করিতেন,... তাই ভালো করিয়া গা ঢাকিয়া গায়ে কাপড় দেওয়া যে লজ্জা বা পরিহাসের বিষয় এ সংস্কার তাঁহার মনে স্থান পায় নাই।' ২। 'আনন্দময়ী তখন ভাত খাইতে বসিয়াছিলেন এবং লছমিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহাকে পাখা করিতেছিল। ... লছমিয়া জল আনিয়া দিতেই বিনয় ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। তখন আনন্দময়ী আর একটা থালা আনাইয়া নিজের পাতের ভাত সস্নেহে সযত্নে মাখিয়া সেই থালে তুলিয়া দিতে থাকিলেন এবং বিনয় বহুদিনের বুভুক্ষুর মতো তাহাই খাইতে লাগিল।' ৩। 'শিক্ষিত লোকদের সমস্ত বই-পড়াও নকল-করা সংস্কারকে একেবারে উপেক্ষা করিবার জন্যই গোরা কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ লাগাইয়া ও একটা নূতন অদ্ভূত কটকি চটি কিনিয়া পরিয়া বুক ফুলাইয়া ব্রাহ্ম বাড়িতে আসিয়া দাঁড়াইল।' এই পোশাকের মধ্যে দিয়ে হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের দ্বন্দ্ব, যা বিনয়ের মনে হয়েছে এই সাজ

যেন ‘যুদ্ধসাজ’। গোরা একরকম সনাতনী হিন্দু হয়ে উঠেছে, যা একপ্রকার সামাজিক প্রগতির মূর্তিমান প্রতিবাদও বলা যেতে পারে। ৪। ‘পরেশবাবুর স্ত্রীর নাম বরদাসুন্দরী।... বড়োবয়স পর্যন্ত পাড়াগেঁয়ের মেয়ের মতো কাটাইয়া হঠাৎ এক সময় হইতে আধুনিক কালের সঙ্গে সমান বেগে চলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; সেইজন্যই তাঁহার সিল্কের শাড়ি বেশি খস্‌খস্‌ এবং উঁচু গোড়ালির জুতা বেশি খট্‌ খট্‌ শব্দ করে। পৃথিবীতে কোন্‌ জিনিসটা ব্রাহ্ম এবং কোন্‌টা অব্রাহ্ম তাহারই ভেদ লইয়া তিনি সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকেন।... ‘জামাইষষ্ঠীর উপহার’ সমস্ত ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এ-সকল ব্যাপারকে কুসংস্কার ও পৌত্তালিকতার অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করেন। মেয়েদের পায়ে মোজা দেওয়াকে এবং টুপি পরিয়া বাহিরে যাওয়াকে তিনি এমনভাবে দেখেন যেন তাহাও ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের একটা অঙ্গ।’ এইভাবে আহারে-বিহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে, ধর্মীয় আচার-ব্যবহারে নগরজীবনের বিবর্তন। এই গবেষণা পত্রটি শুধুমাত্র রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না করেও বিভিন্ন কথাসাহিত্যিকদের কথাসাহিত্যে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদ সমাজ-সংস্কৃতিতে কতটা ভূমিকা পালন করে, তার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য এই গবেষণায় উঠে আসতে পারে।

গবেষণার পূর্ণর্মূল্যায়ন: ‘রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক – পরিচ্ছদ’ বিষয়টির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নিয়ে এখনো পর্যন্ত সামগ্রিক গবেষণা কাজ আমার চোখে পড়েনি। তবে বিভিন্ন রকমের গ্রন্থ পাওয়া যেতে পারে, যেমন ‘ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহল’ - চিত্রা দেব। ‘রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ)’ - ডঃ মনোরঞ্জন জানা ইত্যাদি। এই বিষয় নিয়ে তেমন কোনো পিএইচডির গবেষণা কাজ হয়নি, তাই সেই দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে আমার গবেষণার কাজটি মৌলিক। তাই আমি এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে গবেষণা করতে চাই।

গবেষণার কার্যপদ্ধতি: উক্ত গবেষণার বিষয়ে অনেক তথ্য ও অজানা বিষয় কতটা মৌলিক, তা আলোচনা, বর্ণনামূলকভাবে বিচার বিশ্লেষণ ও সমস্যা সমাধান করতে গেলে বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। এই গবেষণার ক্ষেত্রে প্রধানত দুই ধরনের কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা হতে পারে -

১। প্রাথমিক পদ্ধতি: সাক্ষাতকার, ভাষা অভিধান, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি।

২। মাধ্যমিক পদ্ধতি: পাঠ্যবই, গবেষণা সম্পর্কিত বই, সহায়ক গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, ইন্টারনেট ইত্যাদি।

এছাড়াও গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির উপর নির্ভর করা হবে।

অধ্যায় বিভাজন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ও উপন্যাস নির্বাচন করে পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ্যালোচনা করার পর 'খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদ' বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিকতা কতখানি তা অনুসন্ধান করা যাবে। তবে এই কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য সম্ভাব্য সাতটি অধ্যায় এবং একটি উপসংহার বিন্যাস দেখানোর চেষ্টা করলাম -

ভূমিকা:

১ম. অধ্যায়: রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদের বিবর্তন - অনুসন্ধান

২য়. অধ্যায়: রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প - উপন্যাসে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদের বৈচিত্র

৩য়. অধ্যায়: রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদের অবস্থান

৪র্থ. অধ্যায়: রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাকের রাজনৈতিক অবস্থান

৫ম. অধ্যায়: রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে তৎকালীন ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্যবোধ

৬ষ্ঠ অধ্যায়: রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে পোশাক-পরিচ্ছদে আভিজাত্য, দারিদ্র ও আঞ্চলিকতার প্রভেদ

৭ম. অধ্যায়: রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদের সাংস্কৃতিক অবস্থান ও মূল্যায়ন

উপসংহারঃ

উদ্দেশ্য: আমার পিএইচডি গবেষণাকর্মের জন্যে 'রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক – পরিচ্ছদ' বিষয় সম্পর্কিত সংগৃহীত বিভিন্ন উপাদান ও তথ্যগুলি বিশ্লেষণ ও পুণর্বিশ্লেষণ করে নিজ চিন্তাভাবনা ও মন্তব্যসহ বিষয়টি আলোকপাত করা।

গ্রন্থপঞ্জি

১। ইসলাম, শেখ মকবুল। গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান : সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০১২

২। ঘোষ, তপোব্রত। রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। সপ্তম সংস্করণ ২০১৪

৩। চট্টোপাধ্যায়, ড. অশোক (সম্পাদিত)। রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ। ইউনাইটেড বুক এজেন্সি। কলকাতা। পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৯

৪। জানা, ডঃ মনোরঞ্জন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ)। ভারতী বুক ষ্টল।

কলকাতা। ১ম প্রকাশ ১৯৬০

৫। দাস, শিশিরকুমার। আত্মজীবনী: জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম

প্রকাশ ২০০৭

৬। দেব, চিত্রা। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা।

৭। বসু, বুদ্ধদেব। রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য। নিউ এজ পাবলিশার্স। কলকাতা। পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৩

৮। ভট্টাচার্য, ড. সাধনকুমার। রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ ২০১৭

৯। মুখোপাধ্যায়, জগমোহন। গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা। চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৪

১০। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রজীবনকথা। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা। দ্বাদশ মুদ্রণ চৈত্র ১৪২০

১১। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ১ম খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ। কলকাতা। পুনমুদ্রণ মাঘ ১৪২০

১২। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ। কলকাতা। পুনমুদ্রণ আশ্বিন ১৪২০

১৩। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ৩য় খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ। কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২০

১৪। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ। রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা।

তৃতীয় সংস্করণ ২০১০

১৫। রায়, নীহাররঞ্জন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা। নিউ এজ পাবলিশার্স। কলকাতা। সপ্তম মুদ্রণ

১৪২৫

১৬। রায়, ভারতী (সংকলন ও সম্পাদনা)। নারী ও পরিবার (বামাবোধিনী পত্রিকা)। পুস্তক বিপনি। কলকাতা। ১ম প্রকাশ ১৯৯৯

১৭। সিংহরায়, গোপীমোহন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের নরনারী (১ম খণ্ড। উপন্যাস)। ভারবি। কলকাতা। ১ম প্রকাশ ১৩৬৭